রচনা

লেখক: কৌস্তুভ অধিকারী
EMAIL: kaustubh.adhikari@gmail.com

ষড় রিফু

পালকির এবারের থিম "বাংলা ও বাঙ্গালী"। তাই গত এক বছরে ঘটে যাওয়া বাংলায় ও বাঙ্গালীর জীবনে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপলক্ষে, নানা জায়গা থেকে, যেখানে যা দেখেছি, ইস্তাহার কুড়িয়ে পেয়েছি, বক্তৃতা শুনেছি, আড়ি পেতেছি কথাবার্তায়, অন্যের বক্তব্য সংগ্রহ করেছি, সব মিলিয়ে ছয়টি লেখার টুকরো রিফু করে হাজির করলাম। যদি খারাপ লাগে, বান্দা কে দোষ দেবেন না, যোগাড় করা জিনিস তো। তবে যদি মনপসন্দ হয়, দীন কে কিছু বখ্‌শিস দিতে পারেন, হাজার হোক আমিই তো যোগাড় করেছি।

****

দহন

বড়ই দুঃখের সংবাদ - প্রসন্ন গোয়ালিনী জানাইয়াছে যে, কাল সে দুগ্ধ দিতে আসিতে পারিবেনা। মর্মাহত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিল, "কালকে আমায় বঙ্গদেশীয়া অবলা ব্যবসায়িনী সমিতি সমাবেশে যেতে বলেছে, নাকি কোন নন্দলাল মার্কেট পুড়ে গেছে, তার শোকসভা হবে।" বলিলাম, "হাঁ, তুমি অবলা বটে।" সে "রঙ্গ রাখ, ঠাকুর" বলিয়া কুপিতা হইয়া চলিয়া গেল। আমি আফিম চড়াইয়া ভাবিতে বসিলাম।

সরস্বতীর বরপুত্রদের সহিত লক্ষ্মীমাতার কোনদিনই সদ্ভাব নাই, নহিলে আমার ন্যায় লিপিব্যবসায়ীর এরূপ অবস্থা কেন হইবে। অতএব উক্ত বাজারটি কলাব্যবসায়ী নন্দলাল বসুর নামাঙ্কিত হইতে পারে না, মাগী ভুল করিয়াছে। শ্রী ভীষ্মদেব খোশনবীসের সুপন্ডিত পুত্রকে প্রশ্ন করিলাম, সে জানাইল, উহা

নন্দীগ্রাম মার্কেট হইবে। ভাবিলাম, ইহা সম্ভব। বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের অনুরোধে 'পলিটিক্স্' বিষয়ে লেখার পর হইতে অধম বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অদ্যকার শাসক যে ভাবে গ্রাম ও কৃষিজমিতে শিল্পায়ন করিতেছেন, তাহাতে দ্রুত বিলুপ্তপ্রায় গ্রামগুলির স্মৃতিতে একটি বহুতল নির্মাণই প্রশস্ত। এতদৃশ মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়াছি, এমন সময় একটি পতঙ্গ আসিয়া টিউব লাইটের চারিপাশে ঘুরিয়া চোঁ বোঁ শব্দ করিতে লাগিল। বুঝিলাম, কিছু বলিতে চাহে। স্থির হইয়া বসিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম।

"কমলাকান্ত মহাশয়, তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইয়া গিয়াছ। গত বার দীপশিখাকে কাচের আবরণে রাখিয়া, যাহাতে আমি প্রাণ বিসর্জিতে না পারি, অনেক জ্ঞান শুনিয়া লইয়াছিলে, অতঃপর তাহা নিজের দপ্তর হিসাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলে। আর এইবার এমন ধরণের আলোক ব্যবহার করিতেছ যাহায় অগ্নিই নাই। আমার কথা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?"

বলিলাম, "তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না। ইহা আধুনিক প্রযুক্তির প্রগতির চিহ্ন।"

কহিল, "প্রযুক্তির গর্ব্ব আমাদের সম্মুখে করিও না। আমরা তুচ্ছ পতঙ্গ মাত্র। ভাবিয়াছিলে দেশ হইতে অগ্নিকে নির্বাসন দিয়া আমাদেরও নির্বাসন দিইবে। কিন্তু দেখ, এখন আমাদের আগুনের অভাব নাই। তোমাদের বিশাল বহুতল ব্যবসায়কেন্দ্র নন্দরাম বাজার পুড়িয়া ছারখার হইতেছে। আমি শ্যামাপোকা ইত্যাদি সবাইকে সংবাদ জানাইতে যাইতেছি, একসঙ্গে প্রাণ ত্যাজিব।"

তাহার প্রস্থানের পর আরেক দানা আফিম লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, যে মহাশয় ব্যক্তি ইহাদের কল্যাণের নিমিত্ত সেই অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, সে প্রণম্য বটে; শ্রীমতি মেনকা গান্ধী তাহার নিকট বালিকা মাত্র। আর মনে হয় যে, এই পতঙ্গ যা নাম বলিল, তাহাই হইবে। বঙ্গদেশে চিরকালই পশ্চিমা উদ্যোগপতিগণের আদর; আর তাহার প্রমুখ হলদিরাম, গাঙ্গুরাম, 'মেকিরাম আগরওয়ালা' ইত্যাদি। নন্দরাম নাম তাই যথার্থ।

সঠিক সন্ধান পাইয়াছি, এবার সেই মহাত্মাকে সম্মান জানাইয়া আসি, এরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি ঐ স্থান সন্দর্শনে গমন করিলাম। দেখিলাম

সেখানে প্রচন্ড ভিড়; আগুনের লেলিহান শিখা বহুতলকে গ্রাস করিয়াছে। একটি নিশিবক উড়িয়া যাইতে যাইতে উহার প্রতি চঞ্চুনির্দেশ করিয়া সঙ্গিনীকে কি কহিতেছে। অহিফেনপ্রসাদাৎ দিব্যকর্ণপ্রাপ্ত আমি শুনিলাম, সে বলিতেছে, "সব লাল হো গিয়া।" মাড়ওয়ারী অধ্যুষিত সে স্থানে রাষ্ট্রভাষা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু নেশার ঘোরে বুঝিতে পারিলাম না, সে কি দেদীপ্যমান অগ্নিশিখার সম্পর্কে বলিতেছে, না কি লোহিতবর্ণের আকাশ সম্বন্ধে, না কি মল্‌নির্মাণাকাঙ্খী প্রমোটার বিষয়ে।

****

দাদাইজ্‌ম্‌

যীশু : প্রিয় পিকাসো, সেন্ট পীটারের অনুরোধে আমি হেভেনে একটি প্রিস্টীন চ্যাপেল নামের গির্জা বানাব। আমি চাই, তার দেওয়ালের ছবি তুমি আঁকো।

পিকাসো : প্রভু, আমি আনন্দিত।

যীশু : ভালো। বিষয় পছন্দের অধিকার তোমারই রইল।

তবে হ্যাঁ, সেদিন বনবিবি আর মাকালঠাকুর বলছিলেন, ভারতে, বিশেষত বাংলায়, নাকি এক নতুন রকম দাদাইজ্‌ম্‌চালু হয়েছে। আমি চাই, তুমি এই নিয়ে খোঁজ নাও। আকর্ষনীয় হলে, তা-ও এঁকো।

পিকাসো : আবার আর্থে নেমে বাংলায় যেতে হবে। কি জ্বালা! না, ওই তো, নরকের দিকে একজন বং যাচ্ছে। আগে ওকেই জিজ্ঞেস করি।

বং : হাই, পিক্‌স্‌। কি খবর?

পিকাসো : (বিব্রত) কিহে, তোমার এই জোয়ান বয়স, এখনই পটল তুললে?

বং : আর্‌রে, বন্ধুদের সঙ্গে ঝাক্কাস মটরবাইকে চেপে বিন্দাস মস্তি করতে করতে ড্রাইভ করছিলাম, এমন সময় সুইটহার্ট রিং করল। সেটা ধরতে গিয়েই, ধ্রাম! ব্যাস্‌, আমি এখানে।

পিকাসো : বাপরে। আচ্ছা, দাদাইজ্‌ম জিনিসটা কি বলতে পারো?

বং : সেকি বস্‌? তুমি জিজ্ঞেস করছ, আমায়? এখানে ঢোকার অ্যাডমিশন টেস্ট নাকি?

পিকাসো : না না। শুনলাম বাংলায় এক নতুন রকম দাদাইজ্‌ম্‌চালু হয়েছে।

তুমি বাঙ্গালী বলে জিজ্ঞেস করলাম।

বং : ওহ্, দাদা, দ্যাট ওভার-হাইপ্‌ড্‌আন্ডার-পারফর্মার! এক কাজ কর, ইউ আস্ক যেকোন ট্যিপিকাল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত। টা টা।

পিকাসো : এই যে চিত্রগুপ্ত, স্বর্গে এখন কোন বাঙ্গালী আছেন বলতে পার, যে আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধে খোঁজখবর দিতে পারে?

চিত্রগুপ্ত : আজ্ঞে, পুণ্যবান বাঙ্গালী তো সব আগে এসেছিলেন, এখন তো আর কেউ আসেন না। আপনি যদি খবরাখবর নিতে চান, হরিপদ কেরানীর কাছে যান।

পিকাসো : হরিপদ, তুমি স্বর্গে যে?

হরিপদ : ইয়ে, সারা জীবনটাই তো সংসারের রুটি যোগাতে চলে গেল, পাপ করার সময় পাইনি। তাই হয়ত।

পিকাসো : আচ্ছা, দাদাইজ্‌ম্‌ জিনিসটা কি বলতে পারো?

হরিপদ : হুজুর, 'দাদা' বাংলার বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাঁকে ঘিরে অবহেলিত বাঙ্গালীর যে আত্মসচেতনতা, তাকেই মনে হয় আপনারা এই নাম দিয়েছেন।

পিকাসো : আরেকটু বিস্তারিত ভাবে?

হরিপদ : তিনি, সৌরভ, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট ক্যাপ্টেন, কোটি কোটি রান সংগ্রাহক...

মহলানবিশ : ওহে, স্বর্গে বসে মিথ্যা বা ভুল তথ্য বলতে নেই। কোটি নয়, কয়েক হাজার।

পিকাসো : কে আপনি?

হরিপদ : ইনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রাশিবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ।

মহলানবিশ : হ্যাঁ। ছেলেটির ওয়ানডেতে রান ১১ হাজার ৩ শো ৬৩, চার মেরেছে ১১২২ টি, ছয় ...

পিকাসো : ওফ্। আমির খান তোমাদের জানিয়েছে যে আমি অঙ্ক ভালো বুঝিনা, তবুও তোমরা...

আমি বরং নরকে কোন বাঙ্গালী রাজনীতিকের কাছে যাই। সে সব গুছিয়ে বলতে পারবে।

নেতা : সৌরভ এর প্রতি হওয়া অনাচার অবিচার অত্যাচারের সার্থক জবাব দিয়েছে তার ব্যাট। আসুন ভাইসকল, আমরাও সবাই...

পিকাসো : দাঁড়ান মশাই, আপনারা সবাই মিলে কেবল খাবলানো ইমপ্রেশন দিচ্ছেন। এই দাদাইজ্‌মের ঠিক ফর্মটা বুঝতে দিন।

নেতা : ফর্ম? দাদা এই ২০০৭-এ জীবনের সেরা ফর্মে ছিলেন। টেস্ট ডাবল সেঞ্চুরি, ওয়ানডেতে ১০০ উইকেট...

পিকাসো : আহা তা নয়, জিনিসটা দেখতে কেমন?

নেতা : জাতীয় আবেগ আবার দেখতে কেমন হবে? যদি অনুভব করতে চান, চলে যান বঙ্গদেশে। আর যদি দাদার রাজসিক শিল্প দেখতে চান, কোন নিউজ চ্যানেল ক্লিপিংস দেখে নিন।

তবে হ্যাঁ, অআকখ চ্যানেল দেখবেন না, ওরা আমাদের দল সম্পর্কে কুৎসা রটায়।

পিকাসো : হুম্।

নেতা : এক কাজ করুন। আপনি সাহেব তো, সাহেবের কাছ থেকে বুঝতেই সুবিধা হবে। গ্রেগ চ্যাপেল, যিনি দাদাকে অপমানিত করতে গিয়ে এখন নিজেই পদচ্যুত, তাঁর কাছে গিয়ে সব শুনুন।

পিকাসো : (স্বগতোক্তি) আচ্ছা ঝামেলা! রোসো, একটা বুদ্ধি এসেছে।

পিকাসো : হে যীশু, আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, ওটি একটি হীদেন-সংক্রান্ত বিষয়। গির্জার দেওয়ালে তা আঁকার দরকার নেই।

****

ধর্মং শরণং গচ্ছামি

দেবতাদের ঘুমের হিসাবগুলি বড় গোলমেলে - কখনো শুনবেন তাঁদের এক দিবস মানে মানুষের কয়েক কোটি বৎসর, আবার প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজোর সময় মাকে নাকি জাগাতে হয়!

যাই হোক, একদিন ভাতঘুম দিয়ে উঠে ব্রহ্মা টের পেলেন, শ্মশ্রুর একটি কেশে টান পড়ছে। ব্যাপারটা হল, ব্রহ্মার দাড়ির মতই অগুন্তি সাধু-

সন্ন্যাসী এদেশে। তাঁদের সঙ্গে local area network এ যুক্ত থাকার data cable হল ওই কেশগুচ্ছ। ডাক পেয়ে গেলেন নদীয়া নিবাসী চৈতন্য চক্রবর্তীর বাড়ি। চক্রবর্তী মহাশয় নিষ্ঠাবান সদ্‌বংশীয় ব্রাহ্মণ, নিত্যপূজা না করে মিথ্যা বলেন না। মাসে একবার করে যজমানদের ধন্য করেন, বলেন "গুরুকে দর্শন এবং দক্ষিণা দান করার সুযোগ দিয়ে যজমানের মুক্তির পথ প্রশস্ত করাই তো গুরুর কাজ!" বৈদিক আচার, যেমন গৌরীদান, কুলীনের একাধিক স্ত্রীগ্রহণ, ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়ায় সরকারের উপর সবিশেষ ক্রুদ্ধ এবং নিয়মিত তাদের বংশলোপের প্রার্থনা করে থাকেন। তাঁর পুত্রগণ শুদ্র ও যবনের সাথে একাসনে বসবে এই দুর্ঘটন রুখতে তাদের ইস্কুলে পাঠান নি।

এহেন ব্যক্তি প্রজাপতিকে সামনে পেয়ে এক নিঃশ্বাসে সবগুলি অভিযোগ বলে গেলেন। পিতামহ হেসে বললেন, "বৎস, এত কিছু তো একসাথে করা মুশকিল..."। চক্রবর্তী বাধা দিলেন "ঠাকুর, 'মুশকিল' বলে পীড়া দেবেন না, ওটি যাবনিক শব্দ।" বিরক্ত হয়ে ব্রহ্মা বলে ওঠেন "আচ্ছা, আচ্ছা, যেকোন একটি প্রার্থনা কর, মঞ্জুর, থুড়ি, সফল হবে।" ভারতীয় ক্রিকেট দলের চেয়েও কঠিন নির্বাচন সেরে চৈতন্য বাবু প্রার্থনা করেন "প্রভু, দেশ থেকে আপাতত মদ্য-মাংস লোপ করুন। অন্যগুলি তার পর ভাবা যাবে।" ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ চিন্তায় পড়েন। "ওহে, সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সম্ভব নয়, কারণ কারণ ও মাংস শক্তিসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। তবে তোমাকে নিরাশ করব না, কিছুদিনের জন্য দেশের লোক রামপক্ষীর প্রতি লোলুপতা থেকে নিবৃত্ত হবে। কল্যাণমস্তু।"

যোগনিদ্রা ভেঙ্গে যায় শ্রী চৈতন্যের। সহধর্মিনীকে জাগিয়ে বলেন স্বপ্নাদেশের কথা। আর দেশ থেকে যে এখনো ধর্মের অবলুপ্তি ঘটেনি, তার প্রমাণ হিসাবে পরদিন থেকেই সংবাদপত্রের হেডলাইন হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের বার্ড ফ্লু...

****

লেখা পড়া

স্নেহের বালকবৃন্দ, আমি, শ্রী ব্যাকরণ শিং, আজ এই আনন্দের দিনে তোমাদের কিছু বলতে চাই। আমার চরে ও খেয়ে বেড়াবার জায়গা পার্ক সার্কাস মাঠে তোমরা (ঝা)মেলা করতে পারবেনা বলে রায় বেরিয়েছে। তোমরা জান, আমি B. A., খাদ্যবিশারদ, বই-টই পড়তে আর পড়াতে খুব ভালবাসি; আর ভাল সাদা acid free paper এ ছাপা হলে খেয়েও দারুন আনন্দ পাই। কোন হতভাগা বলছিল, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়; সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা; ওটা হবে, মানুষে কি না ছাপে, ছাগলে কি না চাখে।

হ্যাঁ তো সেই কাজকর্ম উপলক্ষে আমি প্রত্যেক বার বইমেলা যাই। ওখানে তোমরা ধুলো, ভিড়ের গুঁতো, বেনফিসের পচা ফিস ফ্রাই খাও, আমি বই-ম্যাগাজিন চেখে দেখি। সেই যে বার আগুন-টাগুন লেগে বইপত্র দোকান-টোকান সব পুড়ে গেল, আমার খুব মজা হয়েছিল - স্মোক্‌ড্‌ বেক্‌ড্‌ কাগজ খাওয়ার নতুন অভিজ্ঞতা!

আর আমি বলি কি, তোমরা বইমেলা ময়দানেই কর। ওখানের মাঠ তো লোকে পাড়িয়ে মাড়িয়ে ঘাস কিছু রাখেনি, আবার মেলার সময় বালি নয়তো কাদা করে; আমার চরার সুবিধা নেই।

এবার মেলা শুনছি কোন ফুটবল খেলার মাঠে হবে। খুব বুদ্ধিমান প্রস্তাব। একটা বল নিয়ে বাইশজন কাড়াকাড়ি করে, আর একপাল বোকা লোক সময় নষ্ট করে তাই দেখে - বুঝিনা বাপু! প্রাইজ মানি থেকে কিছু কমতি করে, সব খেলোয়াড়কে একটা করে বল দিয়ে বললেই হয়, এই নাও বাপধন, আর গোল কোরো না (উভয়তঃ)। এই সব বন্ধ করে বইমেলা করাই ভালো। তোমাদের টুপিওয়ালা মন্ত্রী খুব ভালো মানুষ।

নানা রকম জিনিস এর চর্বণযোগ্যতার উপর আমার একটা বই বেরোচ্ছে বইমেলায়, লম্বকর্ণ পুস্তকালয় (আমার সেই যে ছোট ভাই বার্‌সোপ খেতে গিয়ে মারা গেছিল, তার নামে) থেকে, সবাই পড়ো কিন্তু!

****

মামার পাঁচালি

বঙ্গদেশে লাল রাজে সবাই সমান,
অধিক সমান কেহ, পাইবে প্রমাণ।
বিবিধের মাঝে দেখ মামাই মহান
তাঁরই পাঁচালি গাহি, শোন বুদ্ধিমান।

রক্ষক পালক তিনি সমাজ শাসনে
যতনে বসাই তাঁরে গুরুর আসনে।
অবাধ্য কেউ যদি করিবে ঝামেলা
দিনহাটা, নন্দীগ্রাম; দৃষ্টান্ত মেলা।

পরম উদার তিনি, ভেদজ্ঞান নাই
সকল লোকের থেকে তাঁর তোলা চাই -
বড়লোক মেয়ের বাপ, কিংবা প্রোমোটার,
লোক ঝোলা অটোওয়ালা, লরী ড্রাইভার।।

ভাল ভাল মামাগুলি গুলি খেয়ে মরে
মাও বাদে মামা তাই কাহারে না ডরে।
প্রণমিয়া অধম কহিছে যুক্তকরে
আমার ভিটায় যেন নজর না পড়ে।।

****

ইস্তাহার

শ্রী শ্রী ঘাপলাবাজায় নমঃ

ঠেসমূল কংগ্রেস

৪২০ নং মগেরমুল্লুক, ঝামেলাপট্টি

আমরা ধর্মঘট, অবরোধ, অনশন ইত্যাদি সর্বপ্রকার অসুবিধাকারী কর্মানুষ্ঠান উপযুক্ত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাধা করিয়া থাকি। কভু ভারতীয় নির্জনতা দলের সঙ্গে মিলিয়া, কভু না মিলিয়া, কভু ঝোঁকসভায় থাকিয়া, কভু না থাকিয়া আমরা এক অনন্য নজির সৃষ্টি করিয়াছি।
যদি আপনারা কেউ আমাদের সাহায্যে ধর্মঘট করতে ইচ্ছুক হন, তবে এসএমএস করুন - ৪২০ নম্বরে। অবস্থান বিক্ষোভ করতে হলে লিখুন A, সমাবেশ করতে হলে লিখুন B, ১২ ঘন্টা ধর্মঘট করতে হলে লিখুন C, ২৪ ঘন্টা ধর্মঘট করতে হলে লিখুন D। মূল্য জনপ্রতি ১ ভোট। এর সঙ্গে আমরা এক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেছি - যাঁরা এসএমএস করবেন তাঁদের মধ্য থেকে ভাগ্যবান বিজেতাদের নির্বাচন করা হবে। প্রথম পুরষ্কার আমাদের নেতা শ্রী নির্মম বন্দ্যোঃর সহিত এক মঞ্চে অনশন।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ইদানিং ঢংবেশ, ঢেঁকিশাল ইত্যাদি নানা দল আমাদের দুর্নিবার খ্যাতি দেখিয়া ধর্মঘটের জালি ব্যবসা খুলিয়া বসিয়াছে। সাবধান! তাহাদের প্রচারপত্রের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।